যুগান্তর

তারিখ ... JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নয় বছরে একবার অর্থ বরাদ্দ

পবিপ্রবিতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় সব উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত নয় অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে মাত্র একবার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যার ফলে নতুন আবাসিক হল ও শিক্ষাভবন নির্মাণ করতে না পারায় শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ক্লাসরুম সংকট বেড়েই চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য ১৯ কোটি ৮৫ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। এ প্রকল্পের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন, এম. কেরামত আলী হল, ছাত্রী হল চাঁদ সুলতানার বর্ধিত ভবন, শহীদ জিয়াউর রহমান হলের বর্ধিত ভবন (এক্সটেনশন হল), একাডেমিক ভবনের বর্ধিতকরণ ও সংস্কারের কাজ ২০০২-এর জুলাইয়ে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না মেলায় ২০০৬-এর জুনে এ প্রকল্পটি শেষ হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন নুমোদন হওয়ায় রাজনৈতিক কারণে চারদলীয় জোট সরকার শুরু থেকেই শ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দসহ জোরাল কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সূত্র ও জানায়, বিধি অনুযায়ী একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী প্রকল্প কমিশনে প্রদান করতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র প্রকল্পটি ২০০৬-এর শেষ হলেও ২০০৬-০৭ অর্থবছরের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ক্ষের অবহেলার কারণে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ২০ মে

যুগান্তর

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন

অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুম দায়িত্ব নেয়ার পর ২০০৬-এর ডিসেম্বরে ৭৬ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দেয়া হয়। এ প্রকল্পের অধীন ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের জন্য নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মাৎস্যবিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান নামে নতুন দুটি অনুষদ চালু, নতুন দুটি আবাসিক হল নির্মাণ, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, শিক্ষক কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড ভি-স্যাট স্থাপন, গ্রন্থাগার আধুনিকায়ন ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নেটওয়ার্কিংসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব রয়েছে। পরবর্তী সময়ে কমিশন তিন দফা এ প্রকল্পটিতে কমিয়ে প্রথমে ৫০ কোটি, পরে ৪৫ কোটি ও সর্বশেষ ৪০ কোটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পৃথক চিঠি দেয়। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রকল্পটিকে প্রথম কাটছাঁট করে প্রথমে ৫০ কোটি এবং পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটিকে ৪০ কোটি ৫০ লাখে পরিণত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির অনুমোদন এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছে। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে বিগত নয় অর্থবছর পর উন্নয়ন প্রকল্পে ৪০ কোটি ৫০ লাখ টাকার বরাদ্দ এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ না মেলায় নতুন হল ও শিক্ষা ভবন নির্মিত হয়নি। হাজারও সমস্যা থাকলেও পর্যায়ক্রমে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা পেলে এসব সমস্যা অগ্রাধিকার বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে সমাধান সম্ভব হবে।